১. ভাসা ফাউন্ডেশনের ঃ একটি উন্নয়ন সহযোগী এনজিও।

বাংলাদেশ একটি ঘন জনবসতিপূর্ণ ও উন্নয়নশীল দেশ। দারিদ্র, অধিক জনসংখ্যা, বেকারত্ব, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও সুবিধা বঞ্চিত মানুষের অনগ্রসরতা সহ বহুবিদ সমস্যা নিয়েই দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি। কৃষি নির্ভর হলেও, কৃষক ও কৃষি সংশ্লিষ্ট সেক্টরের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। শহরের মানুষের একটি শ্রেণীর জন্য কিছুটা সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করা গেলেও এবং অন্য আরেকটি বৃহৎ অংশ তথা গ্রামীণ, মধ্য ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত, ভূমিহীন ও বিত্তহীন মানুষের উন্নয়নের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ বা পরিকল্পনা সরকারী মহল থেকে গ্রহণ করা হলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। তাছাড়া শুধুমাত্র সরকারের একক উদ্যোগ ও প্রচেষ্ঠায় এই বহু মাত্রিক সমস্যাগুলো সমাধান সম্ভব নাও হতে পারে। তাই ভাসা ফাউন্ডেশন (**VASHA Foundation**) তার কর্ম-এলাকায় আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

ভাসা ফাউন্ডেশন (**VASHA Foundation**)- এর পূর্ণ নাম **'Voluntary Activities for Social & Human Advancement Foundation'**। এটি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রেজিস্টার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানী ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথোরিটি (এমআরএ) হতে সনদ প্রাপ্ত একটি প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান যে সকল কর্মকান্ড বর্তমানে চালিয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম অন্যতম। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদের হাতের কাজের উপর বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয় যাতে তারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে দক্ষ মানব-সম্পদ হয়ে গড়ে উঠে এবং আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে উপকারভোগী সদস্যদের ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয় যাতে তারা এই অর্থ ব্যবহার করে নিজেদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন করতে পারে।

২. কার্যালয়

প্রধান কার্যালয় এবং কর্ণেলহাট শাখাঃ হোল্ডিং নং ১২১৬/ এফ(১), নিচতলা, প্লট নং-৮০, রোড নং-০৮, প্রশান্তি আ/এ, উত্তর কাট্টলি, কর্ণেলহাট, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম-৪২১৭। **কুমিরা শাখা কার্যালয়ঃ** জামান শপিং সেন্টার (২য় তলা, বড় কুমিরা বাজার, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। **সীতাকুন্ড শাখা কার্যালয়ঃ** মতিউর রহমান সারাংবাড়ি, মুরাদপুর, সীতাকুন্ড পৌরসভা, সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম। **নজুমিয়াহাট শাখা কার্যালয়ঃ** সাইফুল মার্কেট (২য় তলা), নেয়ামত আলী রোড, গরিবের হাসপাতালের পাশে, সাং-বুড়িশ্চর, ডাকঘর-নূরালীবাড়ী, থানা-হাটহাজারী, জেলা-চট্টগ্রাম। এছাড়া বন্দর, মিরসরাই, মোহরা, চাঁদগাও, হাটহাজারী, রাউজান, বোয়ালখালী ও আনোয়ারা, কর্ণফুলি ও পটিয়া এলাকায় শাখা স্থাপনের কাজ প্রক্রিয়াধীন আছে।

৩. ভিশন

টার্গেট এলাকায় দারিদ্র বিমোচন ও টেকসই উন্নয়ন এবং একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

৪. মিশন

একটি সমৃদ্ধ ও সুখী বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যথাযথ উন্নয়নমূলক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধন করা।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

* দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
* দেশের মানুষের শিক্ষা, স্বাক্ষরতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক, বৃত্তিমূলক ও প্রযুক্তি কেন্দ্রিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
* দুর্যোগ ও মহামারীতে উদ্ধার তৎপরতা ও ত্রাণ কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।

* জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন ও ইতিবাচক পরিবর্তনের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
* সমাজে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য ধর্মীয় শিক্ষামূলক কর্মসূচি গ্রহণ, পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করা।
* বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্তে দেশী-বিদেশী আর্থিক ও কৌশলগত সহায়তা গ্রহণ করা ও তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করা।

৬. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কীত তথ্যাদি

আজকের এই কঠিন প্রতিযোগিতার যুগে আর্থিক স্বচ্ছলতা আনার লক্ষ্যে পরিবারের নারী-পুরুষ উভয়কে উপার্জনের দিকে এগিয়ে আসতে হবে। আর উপার্জনের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে প্রশিক্ষণ। একজন দক্ষ মানুষ পৃথিবীর সর্বত্র নিজেকে উপার্জনমুখী কর্মকান্ডে নিয়োজিত করতে পারে। বিশাল জনসংখ্যার এই দেশের মানুষের মধ্যে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আনতে হলে সবাইকে প্রশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। আর এই সত্য উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ভাসা ফাউন্ডেশন **Training For Skill Developmen (TSD)** প্রকল্প হাতে নেয়। এটি একটি প্রশিক্ষণমুখী প্রকল্প। এই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী পোশাক তৈরীর উপর দক্ষ হয়ে গড়ে উঠবে। তাই আপনাকে/আপনাদেরকে এই প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানে ভাসা ফাউন্ডেশন বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা,

তালাকপ্রাপ্ত, অবিবাহিত ও দরিদ্র নারীদের অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে।
মাঠ পর্যায়ে ভাসা ফাউন্ডেশনের ৩০ (ত্রিশ) জন উপকারভোগী নারী সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত এলাকা ভিত্তিক দলকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। তাই কোন এলাকার আগ্রহী কোন নারী প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। যদি ঐ এলাকায় কোন দল না থাকে তবে যোগাযোগ করলে ভাসা ফাউন্ডেশন নিজ উদ্যোগে দল গঠনের ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
আগ্রহী যে কোন নারী ভাসা ফাউন্ডেশনের অফিসের ট্রেনিং সেন্টারে গিয়েও প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। তবে সেই ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণার্থীকে ট্রেনিং বাবদ নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে।
এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শুধুমাত্র নারী সদস্যদের জন্য এবং এটি মহিলা প্রশিক্ষক দ্বারা পরিচালিত।
এই প্রকল্পের আওতায় সেলাই, ব্লক, বাটিক, কারচুপি, জারদোসী, পুঁতির শো-পিছ, বিউটি পার্লার ও কম্পিউটারের উপর প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। সফলভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্তকারীকে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান খোলার জন্য বা মেশিন কেনার জন্য সহজ শর্তে ঋণ প্রদান করা হয়।
বিঃ দ্রঃ সকলক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য।

৭. ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্পর্কীত তথ্যাদি

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল ও অধিক জনবসতিপূর্ণ দেশ। ক্ষুধা, দারিদ্রতা, জনসংখ্যা সমস্যা, প্রান্তিক মানুষের অনগ্রসরতাসহ বহুবিদ সমস্যা নিয়েই দেশটির বর্তমান পরিস্থিতি। বহুমাত্রিক এ সব সমস্যা সমাধানে সরকার নানামুখী উন্নয়ন প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। কিন্তু সরকারের একার পক্ষে এত সমস্যা সমাধান করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই অন্যান্য এনজিও-এর ন্যায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ভাসা ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি হাতে নেয়। এই কর্মসূচির আওতায় ক্ষুদ্র সঞ্চয় গ্রহণ ও ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হয়। মাঠ পর্যায়ে ছোট ছোট দল গঠন করে উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে সহজ শর্তে ক্ষুদ্র ব্যবসা, মৎস চাষ, গবাদি পশুপালন, ছোট যানবাহন, মৌসুমী ব্যবসা, কুঠির শিল্প, বনায়ন, কৃষি, গৃহনির্মাণ প্রভৃতি খাতে এই ঋণ বিতরণ করা হয়।

পাশাপাশি দলের সদস্যদের কাছ হতে ফেরতযোগ্য ক্ষুদ্র সঞ্চয় গ্রহণ করা হয়। বিঃ দ্রঃ সকলক্ষেত্রে শর্ত প্রযোজ্য।

৮. পরিচালনা

ভাসা ফাউন্ডেশন একটি সরকারী অনুমোদন প্রাপ্ত এনজিও। এটি সরকারের নিবন্ধনকারী প্রতিষ্ঠান **Registered of Joint Stock Company &Firms (RJSC)** ও যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তক নিবন্ধিত এবং বাংলাদেশ মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) হতে সনদপ্রাপ্ত। প্রতিষ্ঠানটির ০৭ (সাত) সদস্য বিশিষ্ট একটি নির্বাহী কমিটি এবং ২১ (একুশ) সদস্য বিশিষ্ট একটি সাধারণ পর্ষদ রয়েছে। নির্বাহী কমিটি ও সাধারণ পর্ষদের সকল সদস্য উচ্চ শিক্ষিত এবং সামাজিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত যারা দেশ ও জাতির কল্যাণে কাজ করেন। তাদের পরিচালনায় ও আত্মত্যাগে ভাসা ফাউন্ডেশন পরিচালিত হয়।

৯. সাংগঠনিক কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণ

ভাসা ফাউন্ডেশনের রয়েছে তিন স্তর বিশিষ্ট একটি সাংগঠনিক কাঠামো। এর সর্বোচ্চ স্তরে আছে ২১ সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পর্ষদ, চেয়ারম্যান যার প্রধান। সাধারণ পর্ষদ হতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় প্রতি তিন বছরের জন্য নির্বাচিত হয় সাত সদস্যের নির্বাহী কমিটি। জেনারেল সেক্রেটারী প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। তৃতীয় স্তরে আছে সুদক্ষ কর্মকর্তা-কর্মচারীর একটি দল যারা নির্দিষ্ট পদবী ধারণ করেন এবং পূর্ণকালীন প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে নিয়োজিত থাকেন। এছাড়া রয়েছে একটি বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী যারা প্রতিষ্ঠানের কাজে বিনাপারিশ্রমিকে অংশগ্রহণ করেন। ভাসা ফাউন্ডেশনের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের আওতাধীন এমআরএ (**MRA**) কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

একজন এক্সিকিউটিভ ভাইস চেয়ারম্যান যার প্রধান এবং যিনি সরকারের অন্যূন যুগ্ম সচিব পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়।

১০ . অন্যান্য কার্যক্রম

একটি উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে ভাসা ফাউন্ডেশন ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম ও **Training for Skill Development (TSD)** প্রকল্পের পাশাপাশি প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার তৎপরতা, প্রাথমিক চিকিৎসা ক্যাম্প, ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ, সচেতনতা মূলক প্রচারণা, গরীব ও দুস্থরোগীদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ, তথ্য প্রযুক্তি ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষাসহ বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন, পরিবেশ দূষণ প্রশমন, পথ শিশু উন্নয়ন, গার্মেন্টস শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও তৃতীয় লিঙ্গ পুর্নবাসন কার্যক্রম হাতে নিতে যাচ্ছে ভাসা ফাউন্ডেশন।

১১. করোনা মহামারী মোকাবেলায় ভাসা ফাউন্ডেশন

কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস সংক্রমণ সারাবিশ্বে মহামারী আকারে দেখা দিয়েছে। আমরা সবাই জানি যে, এই মহামারী রোগটি প্রথম চীনের হুবেই প্রদেশের রাজধানী উহানে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে সনাক্ত হয়েছিল। এরপর বিশ্বের প্রায় সব কয়টি দেশ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এই মহামারীর কারণে মানবজাতি আজ এক কঠিন সময় পার করছে। বাংলাদেশ ও এর ব্যতিক্রম নয়।

দেশের মানুষ বিভিন্নভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। কেউ স্বজন হারিয়েছেন, কেউ অর্থনৈতিক ভাবে বিপদগ্রস্থ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন। চাকুরী হারিয়েছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। এমতাবস্থায় ভাসা ফাউন্ডেশন করোনায় ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের দিকে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। অদ্যাবধি এই ফাউন্ডেশন ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর মাঝে ত্রাণ তৎপরতা, সচেতনতা সৃষ্টি, সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে ঋণ বিতরণ সহ বিভিন্ন কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

১২. ওয়েবসাইট, ই-মেইল ও ফেইসবুক।

ভাসা ফাউন্ডেশনের একটি ওয়েব সাইট রয়েছে যা জাতীয় তথ্য বাতায়নের সঙ্গে সংযুক্ত। উক্ত ওয়েব সাইটে অত্র প্রতিষ্ঠানের সকল তথ্য নিয়মিত হালনাগাদ করা হয় যা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত হতে যে কেউ ভিজিট করে এই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। প্রতিষ্ঠানটির ওয়েভসাইটের লিংকঃ **www.vashabd.org** , ই-মেইল ঠিকানাঃ **info@vashabd.org** এবং ফেইসবুক পেইজঃ **facebook.com/vashabd.org**।

১৩.মনিটরিং ও পরিদর্শন

ভাাসা ফাউন্ডেশনের কেন্দ্র হতে মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাব দিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একাধিক উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মনিটরিং ও পরিদর্শন টিম রয়েছে। এই টিমসমূহ ফাউন্ডেশনের কর্মকান্ড নিয়মিত তদারকি করে।

এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির কর্মকান্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা 'মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথোরিটি (এমআরএ)' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। এমআরএ নিয়মিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিদর্শন ও মনিটর করে।

১৪. উপসংহার

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং সেভাবে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার জন্য কাজ করা ভাসা ফাউন্ডেশনের মূল লক্ষ্য। এর প্রতিটি কর্মকান্ডের প্রতি ধাপে রয়েছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা। উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পুরো ভাসা ফাউন্ডেশন পরিবার দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উন্নয়নের অংশীদার হতে আগ্রহী যেকোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে এই প্রতিষ্ঠানে স্বাগত জানাই। আপনাদের যেকোন পরামর্শ ও সহায়তা আমরা গুরুত্ব সহকারে সাদরে গ্রহণ করব।

বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী
Bangladesh 50

মুজিব বর্ষের উপহার
ক্ষুদ্র অর্থায়নে দারিদ্র্য মুক্তির অঙ্গীকার

মুজিব শতবর্ষ MUJIB 100

Voluntary Activities for Social & Human Advancement Foundation
★VASHA★
ভাসা
A Not-for-Profit Organization

Voluntary Activites for Social & Human Advancement Foundation

ভাসা ফাউন্ডেশন

(একটি উন্নয়ন সহযোগী এনজিও)

মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি সনদ নং - ০১৩০৪-০০৭৩০-০০৬৬৫

প্রধান কার্যালয় | হোল্ডিং নং ১২১৬/এফ (১), নিচ তলা, প্লট # ৮০, রোড # ০৮ প্রশান্তি আ/এ কর্ণেল হাট, পাহাড়তলী-৪২১৭, চট্টগ্রাম। ফোন: ০৮৮০২৪৩১৫১৭৫০, ০১৭৪৯-০৭৪৩৬৯

VASHA FOUNDATION
(A Development Partner NGO)
Voluntary Activities for Social & Human Advancement Foundation
MRA Certificate # 01304-00730-00665, www.vashabd.org